মাঠে - ময়দানে

অজি ক্রিকেট

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া ওয়ান ডে কাপে ওয়েস্টার্ন ওয়ারিয়র্সকে ৫ রানে হারাল ওয়েস্ট এন্ড রেডব্যাকস।

অজি ফুটবল

অস্ট্রেলিয়ান এ লিগের ম্যাচে ঘরের মাঠে ওয়েলিংটন ফিনিক্সকে ৩-২ গোলে হারাল গতবারের চ্যাম্পিয়ন সিডনি এফসি।

এশিয়ান হকিতে পাকিস্তানকে হেলায় হারাল শক্তিশালী ভারত

গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসাবে শেষ চারে সুনীলরা

সুনীলদের আটকাতে হিমশিম খেল পাকিস্তানের ডিফেন্স।

ঢাকা, ১৫ অক্টোবর: এশিয়া কাপ হকির ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে ৩-১ গোলে উড়িয়ে দিল ভারতীয় হকি দল। গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসাবে সেমিফাইনালে চলে গেল তারা।

বিশ্বের যে কোনও মঞ্চে ভারত-পাকিস্তানের দেখা মানেই অলিখিত যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তা থেকে অন্যরকম হয়নি এই ম্যাচটিও। আসলে বারুদে আগুন দেওয়ার কাজটা করেছিল দু'দলের শেষ সাক্ষাৎটি। লন্ডনে হকি ওয়ার্ল্ড লিগের সেমিফাইনাল পর্যায়ের সেই ম্যাচে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের ৬-১ গোলে হারিয়েছিল ভারত। সেই ম্যাচের বদলা এশিয়া কাপে নেওয়ার জন্য মুখিয়ে ছিল পাকিস্তান। লন্ডনে সেই ম্যাচের পরে দু'দলেই এসেছে একাধিক পরিবর্তন। তৎকালিন টিম ডিরেক্টর রোল্যান্ট অলম্যান্টসকে সরিয়ে সিজোর্ড মারিনেকে কোচের পদে এনেছেন হকি ইন্ডিয়া। তেমনভাবে কোচ পরিবর্তনের পাশাপাশি একঝাঁক অভিজ্ঞ খেলোয়াড়কে এশিয়া কাপের জন্য দলে নিয়েছে পাকিস্তান। যার ফলে জেতার ব্যাপারে বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিল দু'পক্ষই।

খেলার শুরু থেকে আক্রমণাত্মকভাবে বিপক্ষকে চেপে ধরে ভারত। ১৭ মিনিটে চিঙ্গলসেনা সিং দলকে এগিয়ে দেন। ৪৪ মিনিটে রামনদীপ সিংয়ের স্টিক ব্যবধান দ্বিগুণ করে। এই গোলের রেশ কাটার আগেই পাকিস্তানকে ৩-০ ব্যবধানে পিছিয়ে দেয় হরমনপ্রীত সিংয়ের গোল। ৪৯ মিনিটে আলি শাহের গোলে ব্যবধান কমায় পাকিস্তান। খেলার চতুর্থ কোয়ার্টারে ভারতের উপর চাপ বাড়ালেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচ হারতে হয় পাকিস্তানকেই।

এদিন পাকিস্তানকে হারানোয় টানা তিন ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে পৌঁছে গেল ভারত। এই ম্যাচে জিতলেও চিন্তার ভাঁজ থাকবে ভারতীয় কোচের কপালে। কারণ এদিনও মোট পাঁচটা পেনাল্টি কর্নার পেলেও মাত্র একটাই কাজে লাগাতে পেরেছে ভারত। আন্তর্জাতিক মিটের আগে এই ভুলগুলি শুধরে নিতে হবে সুনীল-উথাপ্পাদের।

সিকিমে চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

দুর্গাপুজোর আনন্দ দিওয়ালিতে সারতে চান কোচ শঙ্করলাল

মোহনবাগান ঃ ১ (ক্রোমা ৭)
কলকাতা কাস্টমস ঃ ০

গ্যাংটক, ১৫ অক্টোবর: কলকাতা লিগে পয়েন্ট তালিকায় সমান হলেও গোল পার্থক্যে পিছিয়ে থেকে রানার্স হতে হয়েছিল। সিকিম গভর্নর্স গোল্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়ে এই মরশুমের প্রথম ট্রফিটি জিতে নিল মোহনবাগান। পালজোর স্টেডিয়ামে কাস্টমসকে ১-০ গোলে হারিয়ে সমর্থকদের মুখে হাসি ফোটাল সবুজ-মেরুন জার্সির ফুটবলারা।

কলকাতা লিগ হাতের মুঠোয় এনেও জিততে পারেনি বাগান। তাই এই ট্রফি জিততে মরিয়া ছিল তারা। বিশেষত, সঞ্জয় সেনের ছায়ার থেকে বেরোনোর জন্য একক কোচ হিসাবে মোহনবাগানকে ট্রফি দিতে মরিয়া ছিলেন হেডস্যার শঙ্করলাল চক্রবর্তীও। মাসখানেক আগে কলকাতা লিগে ক্রোমা ও কামোর গোলে ভর করে কাস্টমসকে ২-০ গোলে হারিয়েছিল শঙ্করলালের দল। সেই ম্যাচে জিততে যথেষ্টই পরিশ্রম করতে হয়েছিল ধারেভারে এগিয়ে থাকা সবুজ-মেরুন ফুটবলারদের। তা থেকেই শিক্ষা নিয়ে এদিনের ফাইনালে কোনওরকম ঝুঁকির পথে হাঁটেননি শঙ্কর। এদিন বাগানের প্রথম একাদশে কোনও বদল হয়নি। ওএনজিসি'র বিরুদ্ধে সেমিফাইনাল খেলা শিবিনরাজ, গুরজিন্দর, কিংশুক, রানা, রিকি, বিখোকেই, রেনিয়ার, দিয়েগো, ডিপান্ডা, ক্রোমাদেরই নামিয়েছিলেন শঙ্কর। এদিন শুরু থেকেই কাস্টমস রক্ষণকে ব্যস্ত রাখছিলেন ডিপান্ডা-ক্রোমা জুটি। তার

দলকে জিতিয়েও নিরুত্তাপ ক্রোমা।

ফলাফলও পাওয়া যায় দ্রুতই। খেলার ৭ মিনিটে গোল করে বাগানকে এগিয়ে দেন ক্রোমা। এরপর আলট্রা ডিফেন্সিভ মোডে চলে যায় কাস্টমস। যার ফলে বাকি ম্যাচে বেশ কিছু সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি ক্রোমারা। এদিনও জাপানি মিডিও ইউটাকে পরিবর্ত হিসাবে দ্বিতীয়ার্ধের মাঝামাঝি সময়ে মাঠে নামান শঙ্করলাল। ৭৭ মিনিটে মাঠে নামলেও তেমন কিছু করতে পারেননি বাগানের নতুন জাপানি বোমা।

আই লিগের আগে এই টুর্নামেন্ট এবং ডুরান্ড কাপ খেলে নিজেদের ম্যাচ প্র্যাকটিস সেরে রাখতে চাইছে মোহনবাগান। কোচ-কর্তাদের সেই ইচ্ছে বাগানের জন্য যথেষ্টই কার্যকারি বলে প্রমাণিত হয়েছে গোল্ড কাপে। ফুটবলারদের মধ্যে কমিউনিকেশন যথেষ্টই বৃদ্ধি পেয়েছে। এর আগে সাতবার গোল্ড কাপে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মোহনবাগান। এদিন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর যথেষ্টই আনন্দিত বাগান কোচ শঙ্কর। তিনি জানিয়েছেন, 'কলকাতা লিগ জিততে না পারায় এবছর দুর্গাপুজোয় আনন্দ করতে পারিনি। সেই আনন্দটা এবার দীপাবলিতে করব।' বাগানের এই জয়ে আনন্দ করার সুযোগ দিল সবুজ-মেরুন জনতাকেও।

ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে পুরো পয়েন্টে চোখ বাংলার

রায়পুর, ১৫ অক্টোবর: প্রথমে সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, অনুষ্টুপ মজুমদার ও বি অমিতের দুরন্ত ব্যাটিং। শেষে মহম্মদ সামি-অশোক দিন্দা জুটির আগুনে বোলিং। এই দুইয়ে ভর করে ছত্তিশগড়ের বিরুদ্ধে রঞ্জি ম্যাচে পুরো পয়েন্ট জেতার স্বপ্ন দেখছে বাংলা। প্রথম দিনের শেষে ২৮৩/২ স্কোরে থেমেছিল বাংলা। দ্বিতীয় দিন সেখান থেকে শুরু করেন সুদীপ ও মনোজ তিওয়ারি। এদিন চা বিরতিতে ৫২৯/৭ স্কোরে দাঁড়িয়ে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে বাংলা। এবারের রঞ্জির দ্বিতীয় ম্যাচে নিজের দু'নম্বর শতরানটি করে ফেলেন সুদীপ (১১৮)। মনোজ (৩৬), ঋদ্ধিমান সাহা (২৭), শ্রীবৎস গোস্বামীরা (৮) তেমন রান না পেলেও লোয়ার মিডিল অর্ডারে ঝড় তুললেন অনুষ্টুপ (৭০*) ও অমিত (৫০)। ছত্তিশগড়ের হয়ে শুভম সিং চারটি ও সুমিত রুইকর একটি উইকেট নিয়েছেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে তাদের স্কোর ৮০/৫। ফিরে গিয়েছেন সাহিল (৪), যতীন (৯), আমনদীপ (০), অধিনায়ক কাইফ (০) ও মনোজ (১১)। অপরাজিত আছেন আশুতোষ (৫১) ও অভিমন্যু (৫)। দিন্দা ও সামি দুটি করে এবং আমির গনি ১টি উইকেট নিয়েছেন।

বিশ্বকাপের দাবিদার জার্মানিকে নক আউট করাই চ্যালেঞ্জ কলম্বিয়ার

স্টাফ রিপোর্টার: যুব বিশ্বকাপের প্রথম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে কলম্বিয়ার সামনে জার্মানি। প্রতিপক্ষ হিসেবে জার্মানি কঠিন প্রতিপক্ষ হলেও নক আউট ম্যাচে জয় ছাড়া অন্য কোনও ভাবনা নেই কলম্বিয়ার।

যুব বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে হার দিয়ে অভিযান শুরু করেছিল কলম্বিয়া। প্রথম ম্যাচে ভালও খেললেও তারা এক শূন্য গোলে হেরেছিল ঘানার কাছে। ঘানার কাছে হারলেও গ্রুপের শেষ দুটি ম্যাচে ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করেছে কলম্বিয়া। এবার সামনে বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে শক্তিশালী দল জার্মানি। ধারেভারে জার্মানদের চেয়ে পিছিয়ে থাকলেও তা নিয়ে খুব একটা চিন্তিত নন কলম্বিয়া কোচ ওরল্যান্ডো রেস্ত্রেপো। বরং ভারত, আমেরিকার ম্যাচের মতো পারফরম্যান্স করে জার্মানিকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করা।

সত্যি কথা বলতে কী প্রথম ম্যাচে হারের পর শেষ দুটি ম্যাচে কলম্বিয়ার পারফরম্যান্স বেশ নজরকাড়ার মতো। তাই জার্মানির বিরুদ্ধে ম্যাচে আশা করা যায় রাদামেল ফালকাও, জেমস রড্রিগেজদের উত্তরসূরি জুনিয়ররাও নজর কাড়বে, বিশেষ করে জুয়ান পেনালোজা। ভারতের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করার পর আমেরিকার বিরুদ্ধেও গোল রয়েছে তাঁর। এছাড়া কলম্বিয়া কোচকে ভরসা জোগাতে রয়েছে স্টিভেন ভেগা এবং মসকুয়েরা। তাই জার্মানদের বিরুদ্ধে অঘটনের আশায় প্রহর গুনছেন কলম্বিয়া কোচ। এখন দেখার শেষ দুটি ম্যাচের পারফরম্যান্স তুলে ধরে জার্মানদের বিরুদ্ধে নক আউট পর্বের ম্যাচে কলম্বিয়া জয় ছিনিয়ে নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে কি না।

জার্মানির অনুশীলন।

সোমবার যুব বিশ্বকাপে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ খেলতে নামছে জার্মানি। প্রতিপক্ষ কলম্বিয়া। কলম্বিয়াকে হারিয়ে শেষ আটে ওঠাই লক্ষ্য জার্মানদের। যুব বিশ্বকাপের অভিযান ম্যাচে কোস্টারিকার বিরুদ্ধে জয় দিয়ে শুরু করলেও দ্বিতীয় ম্যাচে ইরানের কাছে চার গোলে হেরে শেষ ষোলোয় ওঠা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল জার্মানির। শেষপর্যন্ত গ্রুপের শেষ ম্যাচে গিনির বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে নিয়ে জার্মানি প্রি-কোয়ার্টারক ফাইনালে খেলার পাসপোর্ট সংগ্রহ করে। তবে সে সব এখন অতীত জার্মান শিবিরে। বরং ভাবনায় কলম্বিয়া ম্যাচ। সত্যি কথা বলতে কী আধুনিক ফুটবলে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ইতালির চেয়েও দল হিসেবে অনেকটাই এগিয়ে জার্মানি।

বিশ্ব ফুটবলের সিনিয়র বিভাগে তাদের একতরফা আধিপত্য থাকলেও বিস্ময়কর ঘটনা হল এখনও পর্যন্ত অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বাদ পায়নি জার্মানি। এখনও পর্যন্ত তাদের সেরা পারফরম্যান্স ১৯৮৫ তে রানার্স হওয়া। ২০০৭ এ ফের ট্রফি জয়ের সামনে এলেও নাইজেরিয়ার কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল জার্মানির। এবার সেই অধরা কাপ জয়ই লক্ষ্য জার্মান শিবিরের। তাই কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে জয় ছাড়া অন্য কোনও ভাবনা নেই জার্মান কোচ ক্রিস্তিয়ান উকের। জয়ের জন্য জার্মান কোচের ভরসা ইয়ান ফিটো আর্প, আউকুরা। এখন দেখার সিনিয়র বিভাগে বিশ্বকাপ জয়ের পর জুনিয়র বিশ্বকাপে জার্মানি শেষ ষোলোয় লড়াইয়ে কলম্বিয়াকে হারিয়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে টিকে থাকতে পারে কি না।

নতুন লড়াইয়ে নজর আমেরিকার, ছন্দ ধরে রাখাই লক্ষ্য প্যারাগুয়ের

স্টাফ রিপোর্টার: সোমবার ভারতের রাজধানী দিল্লির মাটিতে যুব বিশ্বকাপের প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে ম্যাচে নামছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্রতিপক্ষ শক্তিশালী প্যারাগুয়ে।

অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সবচেয়ে ভাল ফল করে ১৯৯৯ সালে। সেবার তারা চতুর্থ স্থান পেয়েছিল। এরপর যুব বিশ্বকাপে খুব একটা ভাল পারফরম্যান্স করতে পারেনি আমেরিকা। গত যুব বিশ্বকাপের বাছাই পর্ব থেকে ছিটকে যেতে হয়েছিল তাদের। এবারও প্রায় একই রকম অবস্থা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। প্রথম দুটি ম্যাচে ভারত এবং ঘানাকে হারিয়ে চমক সৃষ্টি করেছিল আমেরিকা। কিন্তু গ্রুপের শেষ ম্যাচে হঠাৎই ছন্দপতন তাদের। কলম্বিয়ার কাছে তারা অপ্রত্যাশিতভাবে ১-৩ গোলে হেরে যায়। ফলে শেষ ষোলোয় ওঠা অনেটাই অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল আমেরিকার। শেষ পর্যন্ত প্রথম দুটি ম্যাচে জয় পাওয়ায় এ গ্রুপে তৃতীয় স্থান অধিকার করে শেষ ষোলোয় জায়গা করে নিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সোমবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিপক্ষ শক্তিশালী প্যারাগুয়ে। তাই কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে হারের ক্ষত ভুলে প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে জয়ের সরণিতে ফেরার পাশাপাশি কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে মরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। প্যারাগুয়ের বাধা টপকে শেষ আটে জায়গা করে নিতে আমেরিকার কোচ জন হ্যাকওয়ার্থ তাকিয়ে রয়েছেন দলের দুই নির্ভরযোগ্য ফুটবলার জশ সার্জেন্ট এবং ক্রিস ডার্কিনের দিকে। এখন দেখার কলম্বিয়া ম্যাচের হার ভুলে প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে জয় ছিনিয়ে নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুব বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে পারে কি না।

এদিকে, আজ সোমবার যুব বিশ্বকাপে শেষ আটে ওঠার লড়াইয়ে নামছে প্যারাগুয়ে। প্রতিপক্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। গ্রুপ লিগের মতো নকআউট পর্বের ম্যাচেও জয়ের ধারা বজায় রাখাই লক্ষ্য প্যারাগুয়ের। গতবার অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্যায় থেকেই বিদায় নিতে হয়েছিল প্যারাগুয়েকে। আর এবার গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচেই জয় ছিনিয়ে নিয়ে, গ্রুপ বি থেকে শীর্ষ স্থানে থেকে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে প্যারাগুয়ে। সিনিয়র কিংবা জুনিয়র ফুটবলে কখনওই প্যারাগুয়েকে ফেলে দেওয়া যায় না। তারা যে এবার জায়েন্ট কিলার তা গ্রুপের ম্যাচেই অনায়াসে জয় পাওয়া দেখে বোঝা যাচ্ছে।

প্যারাগুয়ের অনুশীলন।

গ্রুপ লিগের তিনটি ম্যাচে জয়ের পরে এবার প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালের নকআউট পর্বের ম্যাচেও জয়ের ধারা বজায় রাখাই লক্ষ্য প্যারাগুয়ের কোচ গুস্তাভো মোরিনিগোর। প্রতিপক্ষ হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বেশ সমীহ করছেন প্যারাগুয়ের কোচ। আসলে তিনি বেশ ভালভাবেই জানেন গ্রুপ লিগের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর সময় পেলেও নকআউট পর্বে সেই সুযোগ নেই । তাই নিজেদের ডিফেন্স সামলে আক্রমণে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বধ করাই লক্ষ্য প্যারাগুয়ের কোচ মোরিনিগোর। জয়ের জন্য কোচ গুস্তাওভো তাকিয়ে রয়েছেন দলের প্রধান স্ট্রাইকার ফার্নান্দো কার্ডোয়ার দিকে। এখন দেখার গ্রুপ লিগের মতো নকআউটে প্যারাগুয়ের অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটাতে পারে কি না।

নির্বাসন কাটিয়ে ফিরে প্রথম খেতাব শারাপোভার

জয়ের পর আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েন এই টেনিস সুন্দরী।

তিয়ানজিন, ১৫ অক্টোবর: ২০১৫'র মে থেকে ২০১৭'র অক্টোবর। রোমের ইতালিয়ান ওপেন থেকে তিয়ানজিনের ডব্লুটিএ ইভেন্ট। সময় গড়িয়েছে অনেকটাই। আর প্রায় ২ বছরের এই সময়কাল পড়ে কোনও ডব্লুটিএ ইভেন্ট জিতলেন রাশিয়ান টেনিস সুন্দরী মারিয়া শারাপোভা।

গত মরশুমের শেষ দিকে ডোপের জন্য নির্বাসিত হয়েছিলেন পাঁচবারের গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী শারাপোভা। এরপর কোর্টে ফিরে আসলেও পুরনো ফর্ম থেকে অনেকটাই দূরে ছিলেন তিনি। শারাপোভার এদিনের জয় যেন একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ করল। এদিনের ফাইনালে মাশার প্রতিপক্ষ ছিল বেলারুশের আরিনা সাবালেঙ্কা। ১৯ বছর বয়সি এই টেনিস খেলোয়াড় এই প্রথম কোনও ডব্লুটিএ ইভেন্টের ফাইনালে পৌঁছেছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি যথেষ্ট বেগ দিলেন শারাপোভাকে। এই রাশিয়ান টেনিস তারকা অবশ্য শেষ পর্যন্ত ম্যাচ জিতলেন ৭-৫, ৭-৬ (১০-৮) স্ট্রেট সেটে। ম্যাচ জেতার পর কোর্টেই আবেগ প্রবণ হয়ে পড়ে বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর শারাপোভা।

অন্যদিকে সাংহাই ওপেনের ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রাফায়েল নাদালকে স্ট্রেট সেটে হারালেন রজার ফেডেরার। ম্যাচের ফল ফেডেক্সের পক্ষে ৬-৪, ৬-৩। সারা ম্যাচে প্রতিপক্ষকে দাঁড়াতেই দেননি রজার। এবছর সবমিলিয়ে ৪ বার মুখোমুখি হয়ে প্রতিবারই নাদালকে হারালেন তিনি।

লা লিগার অ্যাওয়ে ম্যাচে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করল বার্সেলোনা। ২১ মিনিটে সল নিগুয়েজের গোলে এগিয়ে যায় অ্যাটলেটিকো। ৮২ মিনিটে বার্সাকে সমতায় ফেরান লুইস সুয়ারেজ।

প্রকাশক: পার্থ কুণ্ডু, কর্তৃক ৩, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সরণি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত এবং ইকো প্রিন্টিং প্রেস, যাদুভিটা, মিলন মোড়, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৩ থেকে মুদ্রিত ● স্বত্বাধিকারী : আশিস্ লাহা ● মুখ্য সম্পাদক : কমল ভট্টাচার্য
সম্পাদক : আশিস্ লাহা